রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুলাই ১০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ১০ জুলাই, ২০১২/২৬ আষাঢ়, ১৪১৯

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১০ জুলাই, ২০১২/ ২৬ আষাঢ়, ১৪১৯ তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ—

২০১২ সনের ২৮ নং আইন

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সালের ১নং আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

২। **১৯৯৮ সালের ১নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।—বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর—

(ক) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঘ) "এ্যাফিলিয়েটেড বা অধিভুক্ত মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউট" অর্থ বাংলাদেশের কোন মেডিক্যাল কলেজ বা ইনস্টিটিউট, যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত এ্যাফিলিয়েটেড বা অধিভুক্ত;"

(খ) দফা (চ) এর পর নিম্নরূপ দফা (চচ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(চচ) "বিভাগ" অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগ;"।

৩। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৬ এর দফা (ক) এর পর নিম্নরূপ দফা (কক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা ঃ—

"(কক) নার্সিং এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের ব্যবস্থা করা;"।

৪। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "শিক্ষা" শব্দের পর "ও শিক্ষা কার্যক্রম" শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৫। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিখিত "কর্মে প্রবীণতম" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরগণের মধ্যে যিনি চাকুরীতে জ্যেষ্ঠ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ২২ এর উপ-ধারা (১) এর—

(ক) দফা (গ) তে উল্লিখিত "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর" শব্দগুলির পরিবর্তে "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরগণ" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঙ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক, অনুষদভিত্তিক, পালাক্রমে, মনোনীত দুইজন ডীন;";

(গ) দফা (ঝ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঝ) সরকার কর্তৃক মনোনীত তিন জন সরকারি কর্মকর্তা, যাহাদের মধ্যে একজন হইবেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এবং অপর দুইজন হইবেন, যথাক্রমে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন কর্মকর্তা;";

(ঘ) দফা (ড) তে উল্লিখিত "বা তৎকর্তৃক মনোনীত কোন প্রতিনিধি" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে।

৭। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (২) এর—

(ক) দফা (ঢ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঢ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(ঢ) মঞ্জুরী কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, সংবিধি অনুসারে এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী বিভাগ ও কোর্স প্রবর্তন এবং শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করিবে;";

(খ) দফা (ণ) তে উল্লিখিত "ডিসিপ্লিন" শব্দের পরিবর্তে "বিভাগ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) নিম্নরূপ সদস্য সমন্বয়ে একাডেমিক কাউন্সিল্ গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর;

(খ) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলরগণ;

(গ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঘ) অনুষদসমূহের ডীন;

(ঙ) খ্যাতনামা চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মধ্য হইতে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন ব্যক্তি;

(চ) বিভাগসমূহের প্রধানগণ;

(ছ) অধিভুক্ত মেডিক্যাল কলেজসমূহের অধ্যক্ষগণের মধ্য হইতে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত চারজন অধ্যক্ষ;

(জ) অধিভুক্ত পোষ্ট গ্রাজুয়েট মেডিক্যাল ইনস্টিটিউসমূহের পরিচালকগণের মধ্য হইতে চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত দুইজন পরিচালক;

(ঝ) পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।"।

৯। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) একাডেমিক কাউন্সিল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষা বিষয়ক সংস্থা হইবে এবং এই আইন, সংবিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয় এবং উহার আওতার মধ্যে সকল শিক্ষাদান, পরীক্ষা অনুষ্ঠান এবং পরীক্ষার মান বজায় রাখার ব্যাপারে উক্ত কাউন্সিল দায়ী থাকিবে এবং এই সকল বিষয়ের উপর উহার নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা থাকিবে।";

(খ) উপ-ধারা (৪) এর—

(অ) দফা (খ) তে উল্লিখিত "সিন্ডিকেটের নিকট হইতে রিপোর্ট তলব করা এবং তৎসম্পর্কে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে;

(আ) দফা (ঙ) তে উল্লিখিত "ডিসিপ্লিনসমূহ" শব্দের পরিবর্তে "বিভাগসমূহ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) দফা (ড) তে উল্লিখিত "ডিসিপ্লিন" শব্দের পরিবর্তে "বিভাগ" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;"।

১০। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ২৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর—

(অ) দফা (গ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (গ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(গ) বেসিক সাইন্স ও প্যারা ক্লিনিক্যাল সাইন্স অনুষদ;";

(আ) দফা (জ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (জ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(জ) প্রিভেনটিভ এন্ড সোশ্যাল মেডিসিন অনুষদ;";

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত "সাপেক্ষে" শব্দটির পর "এবং একাডেমিক কাউন্সিলের সুপারিশ ও সিন্ডিকেটের অনুমোদনক্রমে," শব্দগুলি ও কমা সংযোজিত হইবে।"।

১১। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ২৭ এর প্রতিস্থাপন।**—উক্ত আইনের ধারা ২৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"২৭। **বিভাগ।**—(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান করা হয় এমন প্রত্যেকটি বিষয়কে এক একটি বিভাগ হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) সংশ্লিষ্ট বিভাগের অধ্যাপকগণের মধ্য হইতে, পালাক্রমে, জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে তিন বৎসরের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন এবং তিনি সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন এবং ভাইস-চ্যান্সেলরের নিয়ন্ত্রণ ও সাধারণ তত্ত্বাবধান সাপেক্ষে, বিভাগের যাবতীয় কার্যাবলীর পরিকল্পনা ও সমন্বয় সাধনের জন্য দায়ী থাকিবেন।"।

১২। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৩০ এর সংশোধন**।— উক্ত আইনের ধারা ৩০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে অর্থ কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) কোষাধ্যক্ষ, যিনি ইহার চেয়রম্যানও হইবেন;

(খ) আইনের ধারা ২২(১) এর দফা (খ) এর অধীন মনোনীত জাতীয় সংসদের-সদস্যগণের মধ্যে হইতে সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত একজন সদস্য;

(গ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরগণ;

(ঘ) একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক, পালাক্রমে, মনোনীত একজন ডীন;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক;

(চ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিরের পদ মর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন সরকারি কর্মকর্তা;

(ছ) চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন হিসাব বিশারদ;

(জ) রেজিস্ট্রার;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), যিনি ইহার সচিবও হইবেন।"।

১৩। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৩১ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর; যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) প্রো-ভাইস চ্যান্সেলরগণ;

(গ) কোষাধ্যক্ষ;

(ঘ) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক পালাক্রমে মনোনীত অনুষদের দুইজন ডীন;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত ইহার একজন সদস্য;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মে নিয়োজিত নহেন সরকার কর্তৃক মনোনীত একজন স্থপতি ও একজন অর্থ বিশারদ;

(ছ) সরকার কর্তৃক মনোনীত যুগ্ম-সচিব কিংবা যুগ্ম-প্রধান পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন কর্মকর্তা; এবং

(জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), যিনি ইহার সচিবও হইবেন।"।

১৪। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(১) বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংযুক্ত হাসপাতালের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(ক) ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত একজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর, যিনি ইহার চেয়ারম্যানও হইবেন;

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য হইতে ভাইস-চ্যান্সেলর কর্তৃক মনোনীত তিনজন শিক্ষক;

(গ) স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক (হাসপাতাল);

(ঘ) নার্সিং সুপারিন্‌টেনডেন্ট অব হাসপাতাল;

(ঙ) সিন্ডিকেট কর্তৃক মনোনীত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নহেন এমন দুইজন সিন্ডিকেট সদস্য;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন);

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান প্রকৌশলী;

(জ) যুগ্ম-সচিব (হাসপাতাল), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

(ঝ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক (হাসপাতাল), যিনি ইহার সচিবও হইবেন।"।

১৫। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

" (১) এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সংবিধি দ্বারা নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা যাইবে, যথা ঃ—

(ক) সম্মানসূচক ডিগ্রী বা অন্য কোন সম্মাননা প্রদান;

(খ) ফেলোশিপ, স্কলারশিপ, বৃত্তি, পুরস্কার ও পদক প্রবর্তন;

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাগণের পদবী, ক্ষমতা, কর্তব্য ও কর্মের শর্তাবলী নির্ধারণ;

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্ধারণ;

(ঙ) ইনস্টিটিউট, ডরমিটরী ও হল প্রতিষ্ঠা এবং উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ;

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ ও কোন বিদ্বান ব্যক্তিকে শিক্ষক হিসাবে স্বীকৃতির পদ্ধতি;

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীর কল্যাণার্থ অবসর ভাতা, গোষ্ঠী বীমা, কল্যাণ তহবিল ও ভবিষ্য তহবিল গঠন;

(জ) জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের খ্যাতিমান ব্যক্তিদের সম্মানে অধ্যাপক পদ (চেয়ার) প্রবর্তন;

(ঝ) গবেষণা কার্যক্রম নির্ধারণ;

(ঞ) ডিপ্লোমা ডিগ্রী বা সার্টিফিকেট প্রদান;

(ট) শিক্ষাদানকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ;

(ঠ) শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী নির্ধারণ;

(ড) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছাটাই সংক্রান্ত পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঢ) শিক্ষক ও গবেষকদের পদ সৃষ্টি, বিলোপ বা সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ সংক্রান্ত বিধান নির্ধারণ;

(ণ) নূতন অনুষদ, বিভাগ বা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা, সাময়িকভাবে স্থগিতকরণ, বিলোপ এবং শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির বিধান নির্ধারণ;

(ত) একাডেমিক কাউন্সিলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ;

(থ) পিএইচডি ডিগ্রীর জন্য গবেষণার বিষয় নির্ধারণ;

(দ) অনুষদের গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্ধারণ;

(ধ) নির্বাচন কমিটি গঠন এবং উহার কার্যাবলী নির্ধারণ;

(ন) নার্সিং এ স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও অন্যান্য পাঠক্রমে ভর্তি এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন;

(প) বিভিন্ন কমিটি গঠন সংক্রান্ত বিধান প্রণয়ন;

(ফ) এই আইনের অধীন সংবিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে বা হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয়।"।

১৬। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৪৫ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৫ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

" (১) এই আইন এবং সংবিধির বিধান সাপেক্ষে, বিশ্ববিদ্যালয়ে নার্সিং এ স্নাতক ও স্নাতকোত্তরসহ চিকিৎসা শাস্ত্রের যে কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর এবং অন্যান্য পাঠক্রমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি একাডেমিক কাউন্সিলের ভর্তি কমিটি কর্তৃক সময় সময় প্রণীত নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত হইবে।";

(খ) উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক স্বীকৃত কোন মেডিক্যাল কলেজ অথবা সমপর্যায়ের কোন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান হইতে স্নাতক পর্যায়ের কোন ডিগ্রী না থাকিলে কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তি হইতে পারিবে না।"।

১৭। **১৯৯৮ সনের ১নং আইনের ধারা ৪৬ এর সংশোধন।**—উক্ত আইনের ধারা ৪৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত "পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক" শব্দের পর "সংবিধি বা অধ্যাদেশ অনুযায়ী" শব্দগুলি সংযোজিত হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ আবু ইউসুফ (যুগ্ম-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd